গাংনীতে যুবদল নেতা মনি আটক, অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে মনিরুজ্জামান মনি (৩৮) কে একটি অবৈধ ওয়ান শুটারগান অস্ত্রসহ আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ২ টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত একটানা অভিযানের মাধ্যমে তাকে আটক করা হয়।

আটক মনি গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের মৃত মহিউদ্দিনের ছেলে।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মনিরুজ্জামান মনির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের এক পর্যায়ে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাড়ির ছাদে তল্লাশি চালিয়ে বালিভর্তি একটি বালতির ভিতরে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় পরিত্যক্ত একটি ওয়ান শুটার গান উদ্ধার করা হয়। পরে ওই অস্ত্রসহ মনিকে আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও আটক মনির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, আটক মনির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে যদি কোনো এক্সিডেন্ট হয়, সেটা এই

মনোনয়নের কারণেই হবে

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেছেন, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে আমরা আকুল আবেদন করতে চাই মেহেরপুরে জেলা বিএনপির প্রতিটা মানুষের কাছে আপনার গোয়েন্দা টিম পাঠান। মেহেরপুরের জেলা বিএনপিকে যারা ভালোবাসে, তাদের কাছে আপনারা গোয়েন্দা টিম পাঠান কাকে দিয়ে মেহেরপুর-১ আসন বের করে নিয়ে আসা সম্ভব। মেহেরপুর-১ আসনে যদি কোনো এক্সিডেন্ট হয়, সেটা এই মনোনয়নের কারণেই হবে আমি মনে করি।

মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবিতে রবিবার বিকেলে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে বিশাল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমরা জেলা বিএনপি যে নির্দেশ দিব, সে নির্দেশ অনুযায়ী আপনারা কাজ করবেন। আমরা চাই যাকে মনোনয়ন দেওয়া হোক সমস্ত ওয়ার্ডে, সমস্ত ইউনিয়নের জেলা বিএনপি, থানা বিএনপি, পৌর বিএনপি সমস্ত জায়গায় জেলা বিএনপির অফিস আছে। সে সকল অফিস থেকে আমরা ধানের শীষের কান্ডারি নিয়ে নির্বাচন করব। ওয়ার্ড কমিটি করেছি আমরা ভোটের মাধ্যমে, ইউনিয়ন কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে, পৌর কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে, জেলা কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে। আমরা কোনো জায়গায় কোনো কারচুপি করিনি। আমরা সমস্ত জায়গায় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করেছি।

জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণজমায়েতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনসার উল হক, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর গোলাম ফারুক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সদস্য জাকির হোসেন, সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু সালেহ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাসসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আমিরুল ইসলাম বলেন, আমরা আশা করেছিলাম আমাদের কমিটির মধ্যে থেকে যোগ্য কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হবে। হঠাৎ করে সম্ভবত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। হতাশার কিছু নেই

আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত। আপনি অপেক্ষা করেছেন। আপনারা আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করুন। আমরা আশাবাদী আজকের শামসুজ্জোহা পার্কে উপস্থিত মানুষের ভাবনা, উপস্থিত বিএনপি মানুষের ভাবনা আপনারা যা চাচ্ছেন, আমাদের সকলের নেতা তারেক রহমান সেটা বুঝতে পারবেন। আমরা আশা করছি অচিরেই একটা ভালো খবর আপনারা পাবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাকির হোসেন বলেন, সেই বিতর্কিত মাসুদ অরুণকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুর জেলা কমিটি, মেহেরপুর ওয়ার্ড কমিটি, মেহেরপুর-১ আসন এই মনোনয়ন মানে না। তাই হাই কমিটিকে অনুরোধ জানাই অবিলম্বে মেহেরপুর-১ আসনের এই প্রাথমিক মনোনয়ন যাকে দিয়েছেন পুনঃবিবেচনা করুন। পুনঃবিবেচনা করতে হবে। এই শামসুজ্জোহা পার্কের সমস্ত মানুষের একটাই দাবি মেহেরপুর-১ এর মনোনয়ন পুনঃবিবেচনা করতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।

গণজমায়েতে নেতাকর্মীরা একবাক্যে মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবি জানান এবং আগামী নির্বাচনে দলের বিজয় নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় দুইজন নিহত

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর মহাসড়কের আলুকদিয়া বাজার এলাকায় বাসের ধাক্কায় দুইজন নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুর সাড়ে ১টার দিকে আলুকদিয়া বাজারের অদূরে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা সদরের আলুকদিয়া ইউনিয়নের মনিরামপুর গ্রামের কাছারিপাড়ার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পারভীনা খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ভ্যানচালক রমজান (২৮), তিনি আব্দুর রহমানের ছেলে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পারভীনার পুত্রবধূ আনিকা খাতুন (১৮) এবং রাজাপুর গ্রামের ইসরাত জাহান (২৬)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে একটি পাখিভ্যান তিনজন যাত্রী নিয়ে আলুকদিয়ার দিকে যাচ্ছিল। আলুকদিয়া বাজারের নিকটে পৌঁছালে চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা মেহেরপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস পেছন দিক থেকে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান পারভীনা খাতুন। গুরুতর আহত ভ্যানচালক রমজান ও অন্যান্য যাত্রীদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

সদর হাসপাতাল থেকে অবস্থার অবনতি হওয়ায় রমজানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে পরিবারের সদস্যরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে চুয়াডাঙ্গার নয়মাইল এলাকায় শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে পুনরায় সদর হাসপাতালে ফেরত আনেন। বিকেল ৪টায় জরুরি বিভাগে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার পর বাসচালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস স্থানীয়দের সহায়তায় উল্টে থাকা বাসের নিচ থেকে পারভীনার মরদেহ উদ্ধার করে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, ঘাতক বাসটি জব্দ করা হয়েছে। নিহতদের ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে তিন প্রতিষ্ঠানে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে তিনটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেলে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত

পরিচালিত হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার রায়পুর বন্দর ও হোটেল বাজার এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫২, ৪৩ ও ৪৪ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। লাইসেন্স ছাড়া তেল ও গ্যাস বিক্রির অপরাধে মেসার্স শাহিন ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী শাহিনুল ইসলামকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বেকারি পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে নিউ বেঙ্গল ফুডসের স্বত্বাধিকারী আলী হোসেনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে, অবৈধ প্রক্রিয়ায় পেইন্ট উৎপাদনের অপরাধে নিভালাক পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী নাইমুর রহমানকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানকালে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, র্যাব-১২ সিপিসি-৩ গাংনী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার এস.বি. ওয়াহিদুজ্জামান এবং জেলা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের গড়পুকুর এখন বিনোদন ও খাবারের কেন্দ্রস্থল

মেহেরপুর শহরের রাস্তাঘাট একসময় ছিলো নানান ধরনের রাস্তার খাবারের দোকানে ভরপুর। ফুটপাতজুড়ে চলতো জমজমাট ব্যবসা, তবে এতে সাধারণ মানুষের চলাচলে ভোগান্তিও ছিলো কম নয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সিদ্ধান্তে ফুটপাতকে পুরোপুরি পথচারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং এসব দোকানিকে গড়পুকুর এলাকায় স্থানান্তর করা।

গড়পুকুর চত্বর ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে সেটি ধীরে ধীরে রূপ নেয় এক অনন্য আড্ডাখানায়। এখন গড়পুকুর শুধু পুকুর

নয় এটি এক প্রকারের মেলা। প্রতিদিনই এখানে মানুষের সমাগম বেড়েই চলেছে। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, তরুণ-তরুণী সকলের ভিড় জমে থাকে সারাদিন।

ঘুরতে আসা মোঃ সাওন হোসেন বলেন, গড়ে এখন একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবার নিয়ে ঘুরতে এসেছি। খাওয়া-দাওয়া করব আর সময় কাটাবো।

মাহি মুবাশ্বেরা বলেন, এখন খাবার কিনতে অনেক সুবিধা হচ্ছে। আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাবার কেনার সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছিল, কিন্তু এখন আর সে ঝুঁকি নেই। বাচ্চারাও গড়ের পাশে গিয়ে খেলতে পারে। যদিও পুকুরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে একটু খেয়াল রাখলেই ঠিক থাকবে। এখন বসে খাওয়া যায়, গল্প করা যায় একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

শুবতিপুরের মোঃ রাব্বি বলেন, রাস্তার তুলনায় গড়ের খাবার অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। আগে ধুলাবালি, ময়লা খাবারে পড়ত, এখন আর সেই সমস্যা নেই। এছাড়া যানজটের সমস্যা থেকেও আমরা মুক্ত।

এনামুল হক বলেন, আগে রাস্তায় প্রচুর যানজট হতো। কিন্তু দোকানগুলো গড়ে স্থানান্তর হওয়ায় রাস্তা ফাঁকা হয়েছে এবং গড় এখন মেলার মতো লাগছে।

বিভিন্ন ধরনের খাবারের সমাহার ও খোলামেলা পরিবেশ সবমিলিয়ে গড়পুকুর এখন ঘুরতে যাওয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্থান। দোকানিরাও নতুন জায়গায় স্বস্তি নিয়ে ব্যবসা করছেন। তাদের মতে, আগে ফুটপাতে জায়গা সংকট, যানজট আর বসার স্থানের সংকটে ব্যবসা করা কঠিন ছিলো। এখন গড়পুকুরে তারা নির্ভয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কাজ করতে পারছেন।

এ জে মোমো স্টেশনের আয়শা বলেন, আগে রাস্তায় মানুষজনকে বসানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন বসার ব্যবস্থা করায় ব্যবসা ভালো হচ্ছে।

মিস্টার স্মুদির ব্যবসায়ী সাকিব মাহমুদ বাপ্পী বলেন, রাস্তার তুলনায় এখানে অনেক ভালো ব্যবসা করছি। আগে জায়গা ছিল ছোট, অস্বাস্থ্যকর এবং নানা সমস্যায় পড়তে হতো। এখন আমরা ভালোভাবে খাবার রান্না করতে পারি, বিক্রি করতে পারি সবই সুবিধা হচ্ছে।

বার্গার ব্রাইটের রাকিবুল হাসান বলেন, এখানে খেতে আসা মানুষ আছে, কিন্তু খাবার নিয়ে যাওয়ার (টেকঅ্যাওয়ে) মানুষ কম। রাস্তায় যতটা বিক্রি হতো, এখানে তার চেয়ে কিছুটা কম বলা যায়।

গড়পুকুরের এই রূপান্তর শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, পথচারীদের চলাচল সহজ করেছে এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য সৃষ্টি করেছে নতুন সম্ভাবনা।

মেহেরপুরে ভরা মৌসুমেও সকল সবজির দাম বাড়তি

মেহেরপুর কাঁচাবাজারে কয়েকদিন স্বস্তির পর আবারও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। তবে শীতকালীন সবজির দাম স্বাভাবিক রয়েছে। সপ্তাহের ব্যবধানে বেশ কিছু সবজি ও নিত্যপণ্যের দামে কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত কম-বেশি দেখা গেছে।

গত শুক্রবার মেহেরপুর কাঁচাবাজার পরিদর্শন করে প্রত্যেকটা সবজি, মাছ, মাংস ও মুরগি বাজারে দাম ওঠানামা লক্ষ করা গিয়েছে।

পাইকারী বাজারে আলু ১৮ টাকা থেকে বেড়ে ২১ টাকা, পেয়াজ ও রসুন ৯৫, ৬০ টাকায় স্থিতিশীল। কাঁচামরিচ ১১০ টাকা থেকে কমে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। আদা ৩০ টাকা কমে ১৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বেগুন ৬০ টাকায় অপরিবর্তিত, সিম ৮০ টাকা থেকে কমে ৭০, পটলে ৫ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা, পেঁপে ও শশা ১৫ ও ৬০ টাকায় স্থিতিশীল থেকে বিক্রি হচ্ছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালাংশাক ও মূলার দাম ওঠানাম রয়েছে। ফুলকপি ৪০, বাঁধাকপি ৩০ ও মূলা ২৫ টাকা অপরিবর্তিত এবং পালাংশাক ৫০ থেকে কমে ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে আলু ২২ টাকা থেকে বেড়ে ২৫ টাকা, পেয়াজ ১১০ টাকায় স্থিতিশীল, রসুনে ২০ টাকা বেড়ে ৯০ টাকায়। কাঁচামরিচ ১২০ টাকা থেকে বেড়ে ১৩০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। আদা ২২০ টাকা ৫০ টাকা

কমে ১৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বেগুন ৭০ টাকা থেকে বেড়ে ৯০ টাকায়, সিম ৯০ টাকা থেকে বেড়ে ১২০ টাকায়, পটলে ১০ টাকা বেড়ে ৫০ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা, শশা ৮০ টাকায় স্থিতিশীল থেকে বিক্রি হচ্ছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ৬০ থেকে বেড়ে ৭০ টাকায়, বাঁধাকপি ১০ টাকা বেড়ে ৫০ টাকায়, পালাংশাক ৫০ ও মূলা ৩০ টাকা অপরিবর্তিত থেকে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই ৩০০, তেলাপিয়া ১৬০, পাঙাস ১৫০, সিলভার ২০০, স্বরপুটি ৫০০, জিওল ৪০০, ইলিশ ৭০০-১২০০, চিংড়ী ৭০০, গলদা ৮০০।

মুরগীর বাজরে ব্রয়লার মুরগী ১৭০ টাকা, সোনালী মুরগী ২৭০ এবং লেয়ার মুরগি ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস সর্বদা ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতা মহির বলেন, “দাম বেশি হওয়ায় লোকজন কিনতে আসছে কম, ফলে বিক্রিও কমে গেছে আশানুরূপ বিক্রি হচ্ছে না।”

সবজি বিক্রেতা হাফিজুর রহমান বলেন, “ আগের সপ্তাহ থেকে কাচামালের দাম বাড়তে শুরু করেছে। আগের সপ্তাহে বেশি দামে বেচা-কেনা করতে হয়েছ একসপ্তাহে তার থেকেও ও বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।“

ক্রেতারা অভিযোগ করেছেন, দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য এভাবে প্রতিদিন দাম ওঠানামা খুবই কষ্টকর এবং সংসার চালানো হুমকির মুখে।

সবজি ক্রেতা গোলাপ রব্বানী শুভ বলেন, “গত সপ্তাহের থেকে আজকে বাজারে সব ধরনের সবজির দাম অতিরিক্ত বেশি। এভাবে চলতে থাকলে আমার মতো সাধারণ জনগণ তো চলতে পারবে না।“

আরেক ক্রেতা নজমুল জানান, “যা টাকা হাতে নিয়ে আসি, তাতে সবকিছু কেনা সম্ভব হয় না। আগের চেয়ে বাজারে খরচ দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। সংসার চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে।”

তহ-বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, কাঁচামাল আমদানি খুবই কম আমদানি নাই বললেই চলে যার প্রেক্ষিতে দু-একটা মালের দাম একটু

বেশি। কারণ আমদানি একেবারেই নাই। আমি একজন আরবদার প্রত্যেকদিন আমার ঘরে ৫০০ থেকে এক-দুই হাজার কেজি কাঁচামাল আসে আজকে মনে হয় সবমিলিয়ে ৫০-৬০ কেজি কাঁচামাল আসছে। যার কারণে পটলটা আজকে বেশি দামে বিক্রি হলো।

তিনি আরও বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে কিছু সবজির বাজার দাম তুলনামূলক বেশি। কাঁচামালের দাম সাধারণত আমদানি রপ্তানির উপর নির্ভর করে। আমদানি স্বাভাবিক থাকলে দাম স্বাভাবিক থাকে। বর্তমানে কিছু কাচাঁমালের আমদানি স্বাভাবিক না থাকায় সেগুলোর দাম অস্বাভাবিক ও দাম বেশি।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটার মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে মানববন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মনোনয়ন বঞ্চিত জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকরা।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেষ সীমানা খলিশাকুন্ডি নামক স্থান থেকে শুরু হয়ে আলমপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এ মানববন্ধনে অংশ নেন হাজার হাজার বিএনপির নেতাকর্মী। নেতাকর্মীরা বলেন, বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘ মানববন্ধন এই প্রথম এটি ইতিহাস হয়ে থাকবে।

উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপিসহ স্থানীয় নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে গতকাল শনিবার বিকেল ৩টায় মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমী এ মানববন্ধন গাংনী উপজেলাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা দাবি করেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর

বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে ছিলেন না, মিথ্যা মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি। তাই এ মনোনয়ন বাতিল করে ত্যাগী, নির্যাতিত, নেতাকর্মী-বন্ধু জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দিতে হবে। তাদের দাবি, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ২৫ কিলোমিটারজুড়ে এত বড় মানববন্ধন বাংলাদেশে কোনো নেতাই করতে পারেননি। এই মানববন্ধন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মনোনীত প্রার্থী দীর্ঘ ১৭ বছর হামলা-মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি, দলীয় কোনো কর্মসূচিতেও অংশ নেননি। অথচ জনপ্রিয়তা ও ত্যাগের দিক থেকে জাভেদ মাসুদ মিল্টনই যোগ্য নেতা। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার কারাবন্দি হয়েছেন। তাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া অগ্রহণযোগ্য। অবিলম্বে মনোনয়ন বাতিল করে জনপ্রিয় নেতা মিল্টনকে দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক বলেন, অসহায়, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষের নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন দীর্ঘ ১৭ বছর রাজপথে থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সেই ত্যাগী নেতাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমার জীবনে এই প্রথম এত বড় মানববন্ধন দেখলাম। মনোনয়ন বঞ্চিত হওয়ার পরও হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে মিল্টনের পক্ষে এটাই প্রমাণ করে কে গাংনীর যোগ্য নেতা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধৈর্য ধরুন। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাকে সঠিক মনে করবেন তাকেই মনোনয়ন দেবেন। ধানের শীষের পক্ষে এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□. □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□,

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□-□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□ □

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ (□□) □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□—□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (□□), □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ (□□) □□□□- □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ (□□) □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□ (□□), □□□□ (□□) □□ □□□□□ □□□□□□□□□□

খলিষাকুন্ডি থেকে বামন্দী পর্যন্ত রেস করতে করতে আসছিল। তারা একটি বাসকে ওভারটেক করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিপরীত দিকের মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন জিসান (২২)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষাকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার আরো এক অজ্ঞাত যুবক।

হৃদয়বিদারক এ সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তাসিম। আহত হন আকাশ, রাজা, জিসান ও অজ্ঞাত যাত্রী। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চারজনই বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।

এলাকার মানুষ অভিযোগ করে বলেন, মহাসড়কে মোটরসাইকেলের রেসিং প্রায় নিয়মিতই ঘটে; কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের উজলপুরে জামায়াতের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত নির্বাচনী গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাদ আসর কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামে এ গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব ও বক্তব্য দেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাস্টার জাবারুল ইসলাম এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা শূরা ও কর্মপরিষদের সদস্য ও কুতুবপুর ইউনিয়নের তত্ত্বাবধায়ক হাফেজ

মোহাম্মদ জামিরুল ইসলাম।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আমীর মোঃ ইমদাদুল হক এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউনিয়ন সেক্রেটারি পারভেজ আহমেদ। এসময় কুতুবপুর ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্যে মাওলানা সোহেল রানা বলেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী, জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খানকে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিয়ে মেহেরপুর-১ আসন থেকে সংসদে পাঠাতে চাই। ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আপনারা দোয়া ও সহযোগিতা করবেন।

গণসংযোগ ও পথসভাটি এলাকায় নির্বাচনী উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তোলে।

গাংনীতে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেনকে স্বাগত জানিয়ে গাংনীতে হাজারো মোটরসাইকেলের বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর মহাসড়কের বাওট এলাকা থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে গাড়াডোব ঘুরে গাংনী বাজারে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিএনপি নেতাকর্মীরা দাবি করেছেন, এর আগে গাংনী আসনে এত সংখ্যক মোটরসাইকেল নিয়ে কোনো প্রার্থী নির্বাচনী শোভাযাত্রা করেনি। তাদের মতে, এ শোভাযাত্রা মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

প্রায় ২০ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায়